রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৬ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.০৫২—বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য; প্রবীণ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান; দশম জাতীয় সংসদের সদস্য এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি; সাবেক মন্ত্রী; বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

২। জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ মাঘ ১৪২৩/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৪ মাঘ ১৪২৩ / ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য; প্রবীণ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান; দশম জাতীয় সংসদের সদস্য এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি; সাবেক মন্ত্রী; বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ১৯৪৬ সালের ৫ মে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার আনোয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিরাই উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং সিলেট এম সি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর হন। পরে তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হন। জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের একজন খ্যাতিমান সদস্য ছিলেন।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সাম্যবাদী দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন সদা-তৎপর। সত্তরের নির্বাচনে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ সদস্যের একজন ছিলেন তিনি। প্রাদেশিক ও গণপরিষদের সদস্য জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। একজন প্রথিতযশা সংবিধান-বিশেষজ্ঞ হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ছিল সমধিক।

জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ১৯৭৯ সালে একতা পার্টি এবং ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রী পার্টির প্রতিনিধিত্বে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। পরে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা পদে নিয়োজিত ছিলেন এই নেতা। নবম জাতীয় সংসদে তিনি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন সম্পর্কিত কমিটির কো-চেয়ারম্যান হিসাবে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের রেলপথমন্ত্রী হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দশম জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি; কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত কমিটি ও কার্য-উপদেষ্টা কমিটির সদস্য; এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বভার নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করে গেছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। তাঁর নির্বাচনী এলাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তিনি আজীবন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বন্ধু-বৎসল, সদালাপী, পরমতসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী।

জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন প্রবীণ ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানকে হারাল। রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd